বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিরশিক্ষার্থীদের জন্য
বিষয়ঃ সমাজবিজ্ঞান [২য় পত্র]
চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা

মডেল প্রশ্ন-০১ পাঠ-১২:

মগ বা মারমা বার্ষিক বনভোজনে কোয়াকাটা যায় রাইসা। একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগনকে দেখতে পায় সে।যারা পটুয়াখালী জেলায় অধিক সংখ্যায় বাস করছে। তাদের সমাজ ব্যবস্থা পূর্ণ গনতান্ত্রিক। তাদের নেতা নির্বাচিত হয় পুরুষদের ভোটের মাধ্যমে। নেতা নির্বাচনে নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারে না।

গ) উদ্দীপকে রাইসা কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে দেখতে পায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উক্ত নৃগোষ্ঠীর বিবাহ ব্যবস্থার সাথে কি আধুনিক সমাজের বিবাহ ব্যবস্থার সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে? বিশ্লেষণ করো।

 # জ্ঞান:

★ নৃগোষ্ঠী হলো এমন মানব গোষ্ঠী যারা বংশ পরম্পরায় কতগুলো সাধারণ ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য ধারন করে। যেমন, ককেশয়েড। তারা বংশ পরম্পরায় কাল গাঁয়ের রং ধারণ করে।

★ চাকমারা তাদের গ্রামকে আদাম বলে।

★ গ্রাম এলাকায় চাকমাদের বৌদ্ধমন্দিরকে " ক্যাং" বলে।

★ চাকমাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবের নাম "বৌদ্ধ পূর্ণিমা"।

★ চাকমা সার্কেলের প্রধান হলো চাকমা রাজা।

 # অনুধাবন:

★ জুম চাষকে সরকার নিরুৎসাহিত করে: জুম চাষ করা হয় পাহাড়ের ঢালে। জুম চাষের জন্য পাহাড়ীরা জঙ্গল পরিষ্কার করে । তারা সে জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে পরিবেশের ক্ষতি হয়। আবার জুম চাষের সময় মাটি থেকে গাছের শিকড় তুলে ফেলা হয়। এতে পাহাড়ের মাটি নরম হয়ে যায় ও বৃষ্টির পানিতে পাহাড় ধসে পড়ে। তাই সরকার জুম চাষকে নিরুৎসাহিত করে।

★ এথনিক সম্প্রদায়: এথনিক সম্প্রদায় হলো এমন এক জনগোষ্ঠী যারা আলাদা সংস্কৃতির অধিকারী। যেমন চাকমা, মারমা,গারো। সাধারণত তারা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে। একই ধরনের পোশাক, পেশা, সংস্কৃতি ও জীবন নির্বাহ/ পরিচালনা করে।

 # প্রয়োগ:

রাইসার দেখা নৃগোষ্ঠীটি হলো মগ বা মরমা। বাংলাদেশের পটুয়াখালী জেলায় মারমা নৃগোষ্ঠী অধিক পরিমাণে বসবাস করে। মারমা : বর্তমানে বাংলাদেশে দুই লাখের অধিক মগ বা মারমা নৃগোষ্ঠী বসবাস করে। এরা পটুয়াখালী, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় বসবাস করে। জানা যায়, তারা ১৭৮৪- ৮৯ সালে বার্মার ইয়াংগুন থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশের পটুয়াখালী, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় বসবাস করতে থাকে। মগ বা মারমারা বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাস করলে ও তাদের মধ্যে প্রকৃতি পূজা রয়েছে। মারমা ছেলেরা লুঙ্গি, কোট, পাগড়ি পরে। মেয়েরা লুঙ্গি, কামিজ, চুড়ি, বালা, বাজুবন্দ, স্নো- পাউডার, চুলের খোঁপা করতে পছন্দ করে। এদের খাদ্য অব্যাস বাঙালিদের মতো। বর্তমানে তারা শিক্ষা দিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

 # উচ্চতর দক্ষতা:

মগ বা মারমাদের বিবাহ ব্যবস্থার সাথে আধুনিক সমাজের বিবাহ ব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুটিই দেখা যায়। মারমাদের বিবাহ ব্যবস্থা ও আধুনিক বিবাহ ব্যবস্থা: মারমারা সাধারণত নিজেদের গোত্রে বিবাহ পছন্দ করে। তবে বর্তমানে তাদের বহিগোত্রে বিবাহ দিতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে মেয়ে স্বেচ্ছায় অন্য গোত্রের ছেলেকে পছন্দ করলে তারা বিবাহে বাঁধা দেয় না। তাদের সমাজে সাধারণত মেয়েদের পছন্দ অনুযায়ী বর ঠিক করা হয়। অতএব দেখা যায়, মগ বা মারমাদের আধুনিক বিবাহ প্রথার কাছাকাছি চলে এসেছে। তাদের নিজেদের গোত্র থেকে বিবাহের বাধ্যবাধকতা তেমন নেই। যা আধুনিক বিবাহ প্রথাতেও নেই। তবে তারা নিজ গোত্রে/ জাতিতে বিয়ে দিতে পছন্দ করে।

মডেল প্রশ্ন- ০২ পাঠ- ৮, ৯: মণিপুরি নৃগোষ্ঠী।

মৌরিন একজন পেশাদার খ্যাতিমান নৃত্যশিল্পী। তার প্রিয় নাচের মধ্যে অন্যতম হলো " লাই-হারা-উরা" । কিছুদিন পূর্বে সে 'নোংগক্রেম' নামে নতুন একটি নাচ শিখেছে, যা সে সিলেটে গিয়ে "বেহদিয়েং খুলাম" নামক একটি উৎসবে নেচেছিল।

গ) উদ্দীপকের মৌরিনের নতুন করে শেখা নাচটি বাংলাদেশের কোন নৃগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) মৌরিনের প্রিয় নাচটি বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে পরিচিত করেছে। যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো।

 # জ্ঞান:

★ মণিপুরি মেয়েদের ' নাগ পোশাক ' পরতে দেখা যায়।

★ সাঁওতাল বিদ্রোহ হয় ১৮৫৫ সালে।

★ গারো নারীদের পোশাকের নাম, দকমান্দা ও কদশারি।

 # অনুধাবন:

★ গারোদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: গারোদের অর্থনীতি কৃষি ভিত্তিক। কৃষি তাদের প্রধান পেশা। তারা পাহাড়ের ঢালে জুম চাষ করতো। বর্তমানে পাহাড়ী গারোরা জুম চাষ করলেও তা অনেক কমে এসেছে। এবং সমতলে বসবাসরত গারোরা সমতলে হাল চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

★ জুম চাষ: জুম চাষ হলো পাহাড়ি এলাকায় প্রচলিত একধরনের চাষাবাদ পদ্ধতি। সাধারণত পাহাড়ীরা পাহাড়ের ঢালে গাছপালা কেটে, শুকিয়ে পুড়িয়ে ফেলার পর জায়গা পরিস্কার করে মাটিতে গর্ত করে নানা ধরনের চাষবাস করে। একে জুম চাষ বলা হয়।

 # প্রয়োগ-

মৌরিনের নতুন করে শেখা নাচটি বাংলাদেশের মণিপুরি নৃগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত। মণিপুরি নৃগোষ্ঠী: মণিপুরি নৃগোষ্ঠীর মূল আবাসস্থল হলো ভারতের মণিপুর রাজ্যে। বাংলাদেশে মণিপুরিরা সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলায় বসবাস করে। মণিপুরিরা দুটি গোত্রে বিভক্ত। যথা; বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ও মৈতে মণিপুরি। মণিপুরীদের ধর্ম হলো বৈষ্ণব ধর্ম। পরবর্তীতে এদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের অনুসরণ দেখা যায়। বর্তমানে অনেক আবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। মণিপুরীদের বাড়িঘর ছনের ছাউনি ও বাঁশের বেড়ার। তবে বর্তমানে পাকা বাড়ি করতে দেখা যায়। মণিপুরি পরিবার পিতৃপ্রধান। এদের দুটি নিজস্ব ভাষা আছে। যথা বিষ্ণু প্রিয় ভাষা ও মৈতে ভাষা। এরা নিজেরা নিজেদের পোশাক তৈরি করে। ধুতি বা লুঙ্গি হলো এদের প্রধান পোশাক। নৃত্যের জন্য এরা বেশ পরিচিত। এরা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে।

 # উচ্চতর দক্ষতা-

হা, মণিপুরি নৃত্য মণিপুরি নৃগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে পরিচিত দান করেছে। মণিপুরি নৃত্য: মণিপুরিরা তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষ ধরনের নৃত্য পরিবেশন করে যা মণিপুরি নৃত্য নামে বেশ পরিচিত। মণিপুরিরা বিশ্বাস করে, নৃত্য শুদ্ধতা ও স্বর্গীয় সুখ বয়ে আনে। তারা এও বিশ্বাস করে সব কিছুতে নৃত্যের নির্যাস রয়েছে। তারা আরো বিশ্বাস করে, নৃত্য সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করে সাফল্য বয়ে আনে। তাই তারা দেহমন দিয়ে নৃত্য শিখে ও নৃত্য পরিবেশন করে। নৃত্য তাদের কাছে পবিত্র বিষয়। এভাবে দেখা যায়, মণিপুরিরা তাদের নৃত্যের জন্য আলাদা করে পরিচিতি লাভ করেছে।

মডেল প্রশ্ন- ০৩ পাঠ- ৩,৪,৫,৬: চাকমা,গারো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পার্থিবের নতুন বন্ধুটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ নৃগোষ্ঠীর সদস্য। এদের সমাজ আদাম, মৌজা, সার্কেল এরূপ স্তরে বিভক্ত। কলেজে পার্থিবের আরেকজন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বন্ধু ছিল। যার বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ অঞ্চলে। তাদের সমাজ ছিল মায়ের কর্তৃত্বে পরিচালিত। বিয়ের পর ছেলে স্ত্রী বাড়ীতে বসবাস করে।

গ) উদ্দীপকের পার্থিবের কলেজের বন্ধুটি কোন নৃগোষ্ঠীর? তাদের পরিচয় দাও।

ঘ) উদ্দীপকের পার্থিবের বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুটির সমাজ সংগঠনের সাথে বাঙালীর সমাজ সংগঠনের পার্থক্য তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।/ পার্থক্য দেখাও।

 # জ্ঞান:

★ গারোরা নিজেদেরকে মান্দি বলে পরিচয় দেয়।

★ বাংলাদেশে গারো নৃগোষ্ঠী মাতৃপ্রধান ।

★ গারোদের বৃহৎ মাতৃসূত্রীয় গোত্রের নাম, চাটচী।

 # অনুধাবন:

★ মণিপুরীদের ধর্মীয় বিশ্বাস: [২ নাম্বার প্রশ্নের (গ) আলোচনা করা হয়েছে।]

★ গারোদের উত্তরাধিকার// মাতৃপ্রধান নৃগোষ্ঠী: সাধারণত যে সমাজে বা পরিবারের কতৃত্ব, ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত নারী বা মায়ের হাতে থাকে তাকে মাতৃপ্রধান সমাজ বা মাতৃপ্রধান পরিবার বলে। বাংলাদেশে গারো নৃগোষ্ঠী হলো মাতৃপ্রধান নৃগোষ্ঠী। গারো সমাজে বিয়ের পর ছেলে মেয়ের বাড়িতে ঘরজামাই হিসেবে থাকে। এ কারণে পরিবারে ছেলে নয় বরং মেয়েদের হাতে ক্ষমতা থাকে। অন্য মেয়েদের বিয়ের পর আলাদা করে দিলে মা-বাবা তাদের ছোট মেয়ের সাথে থাকে। তাই ছোট মেয়ে মা বাবার সব সম্পত্তির মালিক হয়। গারো সমাজে ছোট মেয়েকে নোকনা বলা হয়। আর ছোট জামাইকে বলা হয় নোকরাম।

 # প্রয়োগ-

উদ্দীপকের পার্থিবের কলেজের বন্ধুটি গারো নৃগোষ্ঠীর । গারোরা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, গাজিপুর ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে বসবাস করে। গারোরা বাংলাদেশের মাতৃপ্রধান পরিবার।(উপরের অনুধাবন প্রশ্নে গারোদের আলোচনা দেখ ও গারোদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আগের আলোচনায় দেখে নিবে। এগুলো একসাথে লিখলে হবে)

 # উচ্চতর দক্ষতা-

বাংলাদেশের বাঙালি সমাজ সংগঠনের সাথে চাকমাদের সমাজ সংগঠনের পার্থক্য রয়েছে। নিচে বাঙালি সমাজ সংগঠনের সাথে চাকমাদের সমাজ সংগঠনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো/ পার্থক্য দেখানো হলো। বাঙালি সমাজ সংগঠন ও চাকমাদের সমাজ সংগঠন: বাঙালিরা সাধারণত সারা দেশ জুড়ে সমতলে, নদী উপকূলে বা শহরে বসবাস করে। অন্যদিকে চাকমারা মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা গুলিতে বসবাস করে। বাঙালিদের কিছু পরিবার মিলে গ্রাম গড়ে ওঠে। আবার কয়েকটি গ্রামে মিলে ওয়ার্ড বা ইউনিয়ন গঠিত হয়। এভাবে কয়েকটি ইউনিয়ন মিলে উপজেলা গঠিত হয়। অন্যদিকে

* **আদাম:** চাকমা সমাজে কয়েকটি পরিবার বা পরিবার গুচ্ছকে আদাম বলা হয়।আদামের প্রধানকে বলা হয় কারবারি। চাকমা রাজা কারবারি নিয়োগ করে।
* **মৌজা:** আবার কয়েকটি আদাম নিয়ে চাকমা সমাজে মৌজা গঠিত হয় । মৌজার প্রধানকে হেডম্যান বলা হয়। চাকমা রাজার পরামর্শে তাকে নিয়োগ করা হয়। তিনি মৌজার শান্তি-শৃঙখলা নিয়ন্ত্রণ ও খাজনা আদায় করে।
* **সার্কেল:**চাকমা সমাজের কয়েকশ মৌজা মিলে গঠিত চাকমা সার্কেল। চাকমা রাজা চাকমা সার্কেলের প্রধান। চাকমা রাজা বংশ পরম্পরায় নিয়োগ লাভ করে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের বাঙালি সমাজ সংগঠনের সাথে চাকমাদের সমাজ সংগঠনের বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। তবে বর্তমানে সরকারের উদ্যোগে এখানে শান্তিপূর্ণ প্রশাসনিক সংস্কার হচ্ছে।

মডেল প্রশ্ন- ০৪ পাঠ- ৭: সাঁওতাল।

বরেন্দ্র অঞ্চলে শিহাবদের অনেক কৃষিজমি আছে। এখানে জমিতে কাজ করা শ্রমিকরা এখানকার একটি এথনিক সম্প্রদায়ের লোক। এদের গায়ের রং কালো ও নাক ভোঁতা। এরা পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী হলেও বিশ শতকের প্রথম দিকে তাদের দ্বারা সংগঠিত বিদ্রোহ ইতিহাসের আলোচিত রাজনৈতিক ঘটনা।

গ) উদ্দীপকে নির্দেশিত নৃগোষ্ঠীর পরিচয় ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উক্ত নৃগোষ্ঠীর/ সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিশ্লেষণ করো।

 # জ্ঞান:

★ সাঁওতালদের গ্রাম দেবতা নাম, মারাং বুরো।

★ খাসিয়ারা ৬ টি গোত্রে বিভক্ত।

★ খাসিয়াদের প্রধান দেবতার নাম," উবলাই নাংথাই"।

★ মারমা শব্দি " ম্রাইমা " শব্দ থেকে এসেছে।

 # অনুধাবন:

★ রাখাইন: রাখাইন নৃগোষ্ঠী প্রধানত: বাংলাদেশের কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বান্দরবানে বসবাস করে। এরা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর লোক। এদের সমাজ- সংস্কৃতি অনেকটা চাকমাদের মতো। রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী। তাদের সমাজ পিতৃপ্রধান। তবে পরিবারে নারীদের সম্মান আছে। তারা দানশীল ব্যক্তি বা নেতার নামে পাড়া বা গ্রামের নাম রাখে।

★ ককেশীয়: নৃগোষ্ঠীকে যে চারটি ভাগে ভাগ করা হয় তার মধ্যে একটি হলো ককেশীয় বা ককেশয়েড। এদের গায়ের রং সাদা, চুল কোঁকড়ানো। এদের নাক পাতলা ও উন্নত (উঁচু), ঠোঁট পাতলা (ঠোঁটের চামড়া)।

 # প্রয়োগ-

উদ্দীপকে নির্দেশিত সম্প্রদায়ের গায়ের রং কালো ও নাক ভোঁতা। এবং এরা বরেন্দ্র ভূমিতে বসবাস করে। তাই বলা যায় এরা হলো সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর লোক। কারণ সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর লোক বরেন্দ্র ভূমিতে বসবাস করে। আর তাদের গায়ের রং কালো ও নাক ভোঁতা। সাঁওতাল: সাঁওতালরা বরেন্দ্র ভূমি অর্থাৎ রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর ও দিনাজপুরে বসবাস করে। এদের দেহের রং কালো ও নাক ভোঁতা। এরা দেব- দেবীর পূজা করে। এখন অনেকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। সাঁওতাল সমাজে অন্তগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। তাদের মধ্যে বহিগোত্র বিবাহ প্রচলিত আছে। সাঁওতালদের মধ্যে পুনঃ বিবাহ ও তালাক প্রথা চালু আছে। এরা পিতৃতান্ত্রিক। এদের পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন খুবই দৃঢ়। এরা সাঁওতাল বিদ্রোহের জন্য ইতিহাসে আলোচিত।

 # উচ্চতর দক্ষতা-

সাঁওতালদের আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন: সাঁওতালদের প্রধান পেশা কৃষি। সাঁওতাল নারী পুরুষ উভয়েই মাঠে ময়দানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এরা কৃষি কাজ করে, মাছ ধরে, বাঁশ বেত দিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এরা হাতের কাজে খুবই পারদর্শী। সাঁওতালরা বাঁশ ও ছনের তৈরি ঘরে বসবাস করে। এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করে। এরা খাবার হিসেবে ঢেঁকি ছাঁটা চালের ভাত পছন্দ করে। এরা প্রায় সব প্রাণী খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। এরা ধুতি ও নেংটি পরে লজ্জা ও বুক ঢেকে রাখে। মদ তাদের প্রধান পানীয়।

মডেল প্রশ্ন-০৫ পাঠ- ১,২: নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও নৃগোষ্ঠীর ধরন প্রকৃতি।

লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড ও নাইজেরিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে লক্ষ করে যে, ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের গায়ের রং সাদা, নাক উন্নত ও চিকন, ঠোঁট পাতলা। অন্যদিকে নাইজেরিয়ার খেলোয়াড়দের গায়ের রং কালো, চুল কোঁকড়ানো,নাক ভোঁতা, দেহ শক্ত ও বলিষ্ঠ।

গ) উদ্দীপকের ইংল্যান্ডের খেলোয়াড় কোন নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো।

ঘ) তুমি কি মনে কর, ইংল্যান্ডের খেলোয়াড় ও নাইজেরিয়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে নরগোষ্ঠীগত পার্থক্য রয়েছে। যুক্তিসহ মতামত উপস্থাপন করো।

 # জ্ঞান:

★ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কোচদের বেশি দেখা যায়।

★ সান্দ্রে উৎসব রাখাইনদের উৎসব।

★ রাখাইনরা বৌদ্ধ মন্দিরকে কিয়াং বলে।

 # অনুধাবন:

★ খাসিয়া: খাসিয়া নৃগোষ্ঠী সিলেটের সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাস করে। জৈন্তিয়া পাহাড়, তামাবিল, জাফলং এসব এলাকায় তারা বেশি পরিমাণে বসবাস করে। এরা ৫০০ বছর আগে হোয়াংহু নদী ধরে এদেশে এসেছে। এরা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর লোক। এরা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাস করে। এদের মধ্যে পুরুষ পূজা ও পাথর পূজা বিদ্যমান। পূজায় তারা ছাগল, মুরগি,পান সুপারি দেবতাকে উৎসর্গ করে। খাসিয়া পরিবার মাতৃপ্রধান পরিবার। এখানে ২৫/২৬ বছরের কন্যার সাথে ১৫/১৬ বছরের ছেলের সাথে বিয়ে হয়। খাসিয়ারা গ্রামকে পুঞ্জি বলে। খাসিয়া কৃষি কাজ ও জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। খাসিয়াদের পরকাল বা পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই।

 # প্রয়োগ-

উদ্দীপকে উল্লিখিত ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের যে পরিচয় দেয়া আছে, এতে থেকে বলা যায় এরা ককেশীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ককেশীয় নরগোষ্ঠী: নৃবিজ্ঞানীরা মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ গবেষণা করে সমস্ত মানবগোষ্ঠিকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। ১. ককেশয়েড ২. নিগ্রোয়েড ৩. মঙ্গোলয়েড ৪. অস্ট্রালয়েড। ককেশীয় বা ককেশয়েড হলো তারা যাদের হাজার বছরের দৈহিক বৈশিষ্ট্য গায়ের রং সাদা, নাক উঁচু বা উন্নত, ঠোঁট পাতলা। ইউরোপীয় দেশ ও বর্তমান উত্তর আমেরিকায় এদের বসবাস লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকের ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের গায়ের রং সাদা, নাক উন্নত ও চিকন, ঠোঁট পাতলা । এদের সব দৈহিক বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে দেখলে বুঝা যায় এরা ককেশীয় নরগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত।

 # উচ্চতর দক্ষতা-

হ্যা, আমি মনে করি, উদ্দীপকের ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের সাথে নাইজেরিয়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে নরগোষ্ঠীগত ভিন্নতা রয়েছে।

★ **নরগোষ্ঠীগত ভিন্নতা:** নৃবিজ্ঞানীরা মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ গবেষণা করে সমস্ত মানবগোষ্ঠিকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। যথা : ১. ককেশয়েড ২. নিগ্রোয়েড ৩. মঙ্গোলয়েড ৪. অস্ট্রালয়েড ।

১.ককেশীয় বা ককেশয়েড : (পরিচয় উপরে আলোচনা করা হয়েছে)

২. নিগ্রোয়েড: এদের গায়ের রং কালো, চুল কোঁকড়ানো, নাক ভোঁতা, দেহ শক্ত ও বলিষ্ঠ। এরা প্রধানত আফ্রিকা মহাদেশে বসবাস করে।

৩. মঙ্গোলয়েড: এদের গায়ের রং পীত বর্ণের বা উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণের হয়। এদের চুল কালো ও গাঢ় হয়। চোখ কালো বা বাদামি, নাক মোটা। এদের বেশিরভাগই এশিয়া মহাদেশে বসবাস করে।

৪. অস্ট্রালয়েড: এদের গায়ের রং বাদামী, চুল ঢেউখেলানো, গায়ে প্রচুর লোম, মাথা লম্বা। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ইন্দো- অস্ট্রেলীয় ও জাপানী আইনুনদের অস্ট্রালয়েড বলা যায়। উল্লিখিত আলোচনা থেকে বলা যায়, ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের সাথে নাইজেরিয়ার খেলোয়াড়দের নরগোষ্ঠীগত ভিন্নতা রয়েছে যা আলোচনায় প্রমাণিত।